ছাত্রদের নতুন দল

# নতুন দলের নামের সঙ্গে থাকতে পারে ‘নাগরিক’ শব্দ

- কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসংখ্যা হতে পারে ১০০ থেকে ১৫০

তৌফিক হাসান ও
মানজুর হোছাঈন মাহি

২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
০০:০০

শেয়ার

অ +

অ -

চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উদ্যোগে তৈরি হওয়া নতুন রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করবে। নতুন এই দলের নাম কী হবে, তা জানা যায়নি। তবে জাতীয় নাগরিক কমিটির একাধিক সূত্র বলছে, নতুন এই দলের নামের সঙ্গে ‘নাগরিক’ শব্দটি থাকতে পারে।

‘ছাত্র-জনতা’ কিংবা ‘রেভ্যুলেশন’ শব্দও দলের নামের সঙ্গে থাকতে পারে।

গত সোমবার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্যসচিব আকতার হোসেন বলেন, ‘জনতার দল, নতুন বাংলাদেশ পার্টিসহ প্রায় ৩০টি নাম এসেছে। আমরা আত্মপ্রকাশের আগেই এটি জানাব।’

আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি নতুন দলের আত্মপ্রকাশ ঘটলেও আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) সংবাদ সম্মেলন করতে পারেন জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা।

এই প্রেস ব্রিফিংয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম উপস্থিত থাকতে পারেন। প্রেস ব্রিফিংয়ে দলের নাম, নেতৃত্ব ও কমিটি ঘোষণা হতে পারে।

তবে দল ঘোষণা হলেও দলের নির্বাচনী প্রতীক কী হবে, সেটি চেপে রাখা হতে পারে। নাগরিক কমিটির সূত্র বলছে, দলীয় প্রতীক ঘোষণা করা না হলেও কলম, শাপলা, উদীয়মান সূর্য ও গাছ প্রতীক আলোচনায় রয়েছে।

নতুন এই দলে যোগ দিতে গতকাল মঙ্গলবার অন্তর্বর্তী সরকার থেকে পদত্যাগ করেছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম। পদত্যাগের পর তিনিই দলের আহ্বায়কের পদে বসছেন বলে চূড়ান্ত হয়েছে। এ ছাড়া দলটির সদস্যসচিব পদে আকতার হোসেনের নামও প্রায় চূড়ান্ত।

শেষ সময়ের প্রস্তুতির বিষয় জানতে চাইলে জাতীয় নাগরিক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘আমরা দুটি প্রস্তুতি উপকমিটি করেছি। আমরা বড় জমায়েতকে টার্গেট করে কাজ করছি।

শেষ সময়ে জমায়েত নিয়ে সাংগঠনিক কার্যক্রম চলছে। এ ছাড়া বিভিন্ন তথ্যচিত্র তৈরির কাজ চলছে।’

জানা যায়, দলটির শীর্ষ পদ থাকছে ছয়টি। যাত্রার শুরুতে আহ্বায়কের নেতৃত্বে ছয়টি শীর্ষ পদসহ দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সংখ্যা ১০০ থেকে ১৫০ জন হতে পারে। রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউতে বিকেল ৩টায় নতুন দলের আত্মপ্রকাশ

ঘটবে। তবে শীর্ষ পদের তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো নারীর নাম নাও থাকতে পারে। মধ্যপন্থার দল হিসেবেই দলটি আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

**আহ্বায়ক কমিটিতে হতে পারে নির্বাচন**

নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের পরপরই দ্রুততম সময়ের মধ্যেই জেলা-উপজেলা কমিটি গঠন করা হবে বলে জানা গেছে। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন জায়গায় জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যেসব কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে, সেসব কমিটির নেতাকর্মীরাও নতুন দলে যোগ দেবেন।

তবে আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণার পর দলের কাউন্সিল করতে প্রায় দুই বছর লাগতে পারে বলে জানিয়েছে নাগরিক কমিটির একাধিক সূত্র। সে জন্য আহ্বায়ক কমিটি থেকে নতুন দলের নির্বাচনে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর জাতীয় নির্বাচনের আগেই স্থানীয় নির্বাচনের বিষয় নিজেদের তৃণমূলের সাংগঠনিক কাঠামোও দলটি গোছাচ্ছে।

**ছাত্রসংগঠনগুলোর মিশ্র প্রতিক্রিয়া**

নতুন এই রাজনৈতিক দলের বিষয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বাংলাদেশের অন্যান্য ছাত্রসংগঠন। সংগঠনগুলোর নেতাদের ভাষ্য মতে, নতুন এই দলের সঙ্গে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সংযোগ থাকতে পারে।

নতুন এই দলকে স্বাগত জানিয়ে ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘নাহিদ ইসলাম সরকার থেকে পদত্যাগ করে নতুন দলের দায়িত্ব নেবেন। নতুন পথচলায় তাঁকে অভিনন্দন। তবে নাহিদ ইসলামের সরকার থেকে পদত্যাগ করার পরই দলের দায়িত্ব নেওয়ার ঘটনায় এটা সুস্পষ্ট যে দল গঠনের জন্য বিগত দিনগুলোতে যে প্রক্রিয়া চলেছে, সে প্রক্রিয়ার সঙ্গে নাহিদ ইসলাম সরকারে থেকেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর ফলে নাহিদ ইসলাম পদত্যাগ করলেও সরকার নিরপেক্ষ থাকবে না।’

ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে উপদেষ্টাতে যাওয়া আবার পদত্যাগ করে এখন নতুন দল গঠন করে তাঁরা মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। ওনারা কী আসলে সরকার পরিচালনা করবেন, না সুন্দর নির্বাচন

করবেন, না রাষ্ট্রের সংস্কার করবেন, নাকি দল গঠন করে সামনে ক্ষমতায় যাবেন—এ বিষয়গুলো নিয়ে ওনাদের থেকে স্পষ্ট বার্তা জনগণ পাচ্ছে না।'

ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি মশিউর রহমান রিচার্ড কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ছাত্রদের একাংশের নেতৃত্বে যে নতুন দল গঠন করা হচ্ছে তাকে আমরা স্বাগত জানাই। তবে ক্ষমতার ছায়ায় থেকে দল গঠনকে মানুষ ভালো চোখে দেখে না।'

এদিকে নতুন দলের ভূমিকা ইতিবাচক হবে কি না তা বলা মুশকিল জানিয়ে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি দিলীপ রায় কালের কণ্ঠকে বলেন, 'রাজনীতি করা বা পার্টি গঠনের অধিকার সবার আছে। এটাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। কিন্তু যে উপদেষ্টাদের নেতৃত্বে হাসিনা পতন-পরবর্তী বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক রূপান্তরের পরিবর্তে অরাজকতা ও মবতন্ত্র কায়েম হলো, ঠিক তাঁদেরই নেতৃত্বাধীন একটি পার্টি আগামী বাংলাদেশের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য কী ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে, তা বলা মুশকিল।'

নতুন দলটি কিংস পার্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে জানিয়ে ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মাহিন শাহরিয়ার রেজা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'নতুন রাজনৈতিক দলকে আমরা স্বাগত জানাই। আমরা প্রত্যাশা করব নতুন রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধসহ এ দেশের সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চেতনাকে ধারণ করে তাদের রাজনৈতিক পথপরিক্রমা নির্ধারণ করবে। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম উপদেষ্টা পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েই নতুন রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব নেওয়ায় এটি পরিষ্কার যে সরকারের দায়িত্বশীল জায়গায় থেকেই তিনি দল গঠনের প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিলেন। আবার ড. মুহাম্মদ ইউনূসও বিগত দিনে তাঁর বক্তব্যে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনে গুরুত্বারোপ করেছেন। সব কিছু মিলিয়ে এটিকে একটি কিংস পার্টি বললে ভুল হবে না।'